ALL INDIA RADIO

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

EVENING NEWS BULLETIN

BENGALI

20 OCTOBER 2024 **7:45—7:55 PM IST**

==========

১) রাজ্যে আজ মিশন বসুন্ধরার তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ । জমি সম্পর্কীত বিভিন্ন সেবা ডিজিট্যালাইজ করা সহ জমির অধিকার সরলীকরণ করতে নতুন নিয়ম রূপায়ন করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্তবিশ্ব শর্মার প্রকাশ ।

২) কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের আগামীকাল নতুন দিল্লীতে শহরাঞ্চলের জমির নথি-পত্র সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কীত একটি আর্ন্তজাতিক কর্মশিবিরের উদ্বোধন ।

৩) রাজ্যের ৫টি বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা বৃদ্ধি ।

৪) সাইবার অপরাধ রোধে ডিজিট্যাল সাক্ষরতা অত্যন্ত জরুরী বলে আসাম পুলিশের সঞ্চালক প্রধান মুন্না প্রসাদ গুপ্তার প্রকাশ ।

রাজ্যে আজ থেকে মিশন বসুন্ধরার তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়েছে । ইতিমধ্যেই মিশন বসুন্ধরার প্রথম পর্যায়ের অধীনে ৯ মাসে জমি পাট্টা সহ ৮ লক্ষ আবেদন নিষ্পত্তি করা সহ দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ বছরে ২ লক্ষেরও অধিক স্থানীয় লোকেদের জমির পাট্টা প্রদান করা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ গৌহাটি কলাক্ষেত্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মিশন

বসুন্ধরার তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা করেন এ কথা বলেন । তৃতীয় পর্যায়ের মিশন বসুন্ধরার অধীনে ভূমিহীন লোকেদের জমি প্রদান, দ্বিতীয় পর্যায়ের মিশন বসুন্ধরা প্রকল্পে আবেদন করা লোকেদের স্থিগিত রাখা আবেদনপত্র সমূহের পর্যালোচনা, শহর এবং এর পার্শবর্তী অঞ্চলে রেহাই প্রিমিয়াম হারে একসনীয়া পাট্টার ম্যাদিকরণের কাজ আরম্ভ করা, পূর্বে গ্রাম কিন্তু বর্তমানে শহরাঞ্চলের মর্যাদা লাভ করা অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত এলাকায় দখলিস্বত্ত থাকা রাইয়তদের মালিকীস্বত্ব প্রদান, প্রসারিত ভাবে জমির শ্রেণীর পরিবর্তন, চা-বাগান অঞ্চলের জমি হিসেবে আগের অনুদানপ্রাপ্ত পাট্টা শ্রেণীর পরিবর্তন এবং পাট্টা প্রদান ইত্যাদি কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । এ ছাড়াও জমি সম্পর্কিত বিভিন্ন সেবা ডিজিট্যালাইজড করা সহ জমির মানচিত্র প্রকাশ এবং জনসাধারণকে জমির অধিকার প্রদান করার বর্তমান প্রক্রিয়া আরো সরলিকরণ করার জন্য নতুন নিয়ম রূপায়ন করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন । মিশন বসুন্ধরার তৃতীয় সংস্করণে রাজ্যের ভূমিপুত্র হিসেবে অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, আদিবাসী, চা-জনগোষ্ঠী এবং গোর্খাদের তিনটি প্রজন্মের প্রমানপত্র জমা দিতে হবে না বলেও তিনি জানিয়েছেন । একই সঙ্গে শহরাঞ্চলে বসবাসরত লোকেদের জন্য প্রিমিয়ামের হার আঞ্চলিক মূল্যাংকনের ৩ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে । যাদের ১৯শো ৭১ সালের আগের শরনার্থী হিসেবে প্রমানপত্র রয়েছে তাদেরও মিশন বসুন্ধরার এই তৃতীয় সংস্করণে যোগ্য বলে বিবেচিত করা হবে । এই অভিযানের মাধ্যমে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গোষ্ঠীদের ভূমিস্বত্ব প্রদান করা সহ ভূমি সম্পর্কীত সেবায় স্বচ্ছতা আনার প্রচেষ্টা হাতে নেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মা জানান ।

সরকারের গৃহিত এই সেবা গ্রহণ করতে sewasetu.assam.gov.in এ আবেদন করা যাবে অথবা নিকটবর্তী সরকারী সুবিধা কেন্দ্রে গিয়ে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে ।

কেন্দ্রীয় গামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আগামীকাল নতুন দিল্লীতে শহরাঞ্চলের জমির নথি-পত্র সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কীত একটি আর্ন্তজাতিক কর্মশিবিরের উদ্বোধন করবেন । বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় ভারতে জমির নথি-পত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি উন্নতমানের এবং অত্যধুনিক করে তোলা সহ নিদৃষ্ট কিছু শহরাঞ্চলকে এই পদ্ধতি রূপায়নের জন্য পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করার মূল উদ্দেশ্য নিয়েই আগামীকাল এই শিবিরের সূচনা করা হচ্ছে বলে শ্রী চৌহান জানিয়েছেন । শিবিরে এই ক্ষেত্রে তথ্য নিরাপত্তা সহ অন্যান্য প্রত্যাহ্বান মূলক বিষয়গুলি নিয়ে ও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে । দু-দিব্যাপী শিবিরে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব এবং শহরাঞ্চল উন্নয়ন বিভাগের আধিকারিক ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের শহরাঞ্চল উন্নয়ন বিভাগের সচিবরাও উপস্থিত থাকবেন ।

রাজ্যের ৫ টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে । বিজেপি গতকাল ৩ টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষনা করার সংগে সংগে নির্বাচনী প্রচার অভিযান ও জোরদার করে তুলেছে ।দলটি ধলাই আসনে নিহার রঞ্জন দাস , বিহালীতে দিগন্ত ঘাটোয়ার ও সামাগুড়িতে দিপ্পুরঞ্জন শর্মাকে প্রার্থীত্ব প্রদান করেছে ।এদিকে কংগ্রেস ও এর মিত্রজোট ও নির্বাচনী প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে । যদিও এখোনো কোনো প্রার্থীর নাম ঘোষনা করা হয়নি । উল্লেখ্য বঙাইগাও , সিদলী , ধলাই , বিহালী ও সামাগুড়ি আসনের জন্য আগামী ১৩ ই নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ।

উপ-নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ৫টি বিধানসভা এলাকায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অধীনে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা কয়েছে । এই সব বিধানসভা এলাকার ছাপাশালা গুলিতে পুস্তিকা, পোষ্টার ইতাদি ছাপার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯শো ৫১-র (ক) ধারার অধীনে নির্ধারিত নিষেধাজ্ঞা সমূহ মেনে চলতে বলা হয়েছে । এছাড়াও রাজনৈতিক দল অথবা প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীদের দ্বারা নির্বাচন কমিশন অথবা জেলা প্রশাসনের পূর্ব অনুমতি ছাড়া জনসমাগম, শোভাযাত্রা, জনসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে । পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করলেও কোন দল অথবা প্রার্থী রাত ১০টার পর কোন ধরণের প্রচারকার্য চালাতে পারবেন না । একইভাবে সাম্প্রদায়িক, দেশবিরোধী, জাতীয়তা বিরোধী ভাষণ অথবা শ্লোগান, আপত্তিজনক এবং বিভিন্ন বর্ণ, ভাষিক অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে অঘাত করতে পারে এ ধরণের কোন পোষ্টার ইত্যাদি প্রস্তুত করারো ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে । যেকোন উদ্দেশ্যে অনুদান সংগ্রহ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক সামগ্রী ইত্যাদি নিয়ে চলাফেরা এবং বহন করাও নিষেধ করা হয়েছে । তবে আইন প্রয়োগকারী কর্মী, সরকারী আধিকারিক-কর্মচারী তাদের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না বলে জানানো হয়েছে ।

বিশেষ কর্মীবাহিনী (এস টি এফ) আজ গৌহাটির আমিনগাওয়ে ৬ কোটি টাকার ড্রাগস উদ্ধার করা সহ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুই ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে । মনিপুরের কাংপকপি থেকে লোয়ার আসামে ট্রাকে করে ড্রাগস সরবরাহ করার সময় এস টি এফ অভিযান চালিয়ে ড্রাগস সহ ২ জনকে

আটক করতে সক্ষম হয় বলে আসাম পুলিশের মূখ্য কার্যালয় সূত্রে জানানো হয়েছে । জব্দ করা ওই হেরইনের ওজন ৬শো ৩৭ গ্রাম এবং আর্ন্তজাতিক বাজারে এর মূল্য প্রায় ৬ কোটি টাকা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে । অভিযানে আটক হওয়া সহকারী ২ চালককে গ্রেপ্তার করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে ।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর মানসুখ মান্ডাভিয়া বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতকে প্রথম ১০টি সফল দেশের তালিকায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে । তিনি আজ তিরিওয়ান্তপুরমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে এ কথা বলেন । প্রসঙ্গত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন যে ভারতে গোলফ খেলাকে উন্নত করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে । তিনি আরো বলেন যে ২ হাজার ৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্নকে পূরণ করতে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে সুস্থ ও সবল থাকতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে ক্রীড়া এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে বলে ডক্টর মান্ডাভিয়া মন্তব্য করেন ।

সাইবার অপরাধ রোধ করার জন্য ডিজিটেল সাক্ষরতা অত্যন্ত জরুরী বলে আসাম পুলিশের অপরাধ অনুসন্ধান শাখার অতিরিক্ত সঞ্চালক প্রধান মুন্না প্রসাদ গুপ্তা জানিয়েছেন । আকাশবানীর দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানে সাইবার সুরক্ষা বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে শ্রী গুপ্তা একথা উল্লেখ করেন । তিনি বলেন যে অপরাধীরা বিভিন্ন কৌশল

অবলম্বন করে জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করার চেষ্টা চালায় । বিশেষকরে সামাজিক মাধ্যমগুলির মাধ্যমে তারা গ্রাহকের ওপর চাপার চেষ্টা করে । যেকোনো ধরণের বিনামূল্যে সেবা বা সামগ্রী প্রদানের প্রস্তাব পেলেই সহজেই বিশ্বাস না করতে তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান । তিনি বলেন যে অপরাধীরা কোনো কোনো সময়ে বিদ্যুৎ , টেলিফোন সেবা বা এ টি এম বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে হুমকি করা বার্তা প্রেরণ করতে পারে । ভুয়ো অনলাইন চাকুরীর প্রলোভন , ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে হোটেল ইত্যাদি বুকিং করার সময় এধরণের অপরাধী চক্রগুলি জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে বলে তিনি বলেন ।সেজন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে নিখূতভাবে খতিয়ে দেখা সহ প্রয়োজনে অভীজ্ঞদের কাছ থেকে জেনেশুনে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন বলে শ্রী গুপ্তা মন্তব্য করেন । আর্থিক ক্ষেত্রে অপরাধী থেকে নিজেকে বাচাতে হলে সমস্যার সম্মুখীন হোয়া মাত্র ই ১৯৩০ বা সাইবার অপরাধের পোর্টেলে অভিযোগ করতে আহ্বান জানান । আসাম পুলিশকে সাইবার অপরাধ রোধ করার জন্য পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বলে তিনি জানান ।খুব শীঘ্র জাতীয় সাইবার ফরেনসিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা হবে ও এর দ্বারা এধরণের অপরাধ রোধ করার ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারি পরিবর্তন হবে বলে তিনি জানান ।

রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী তথা করিমগঞ্জ জেলার অভিবাবক মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস আজ জননেতা রথীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের আবক্ষ মূর্তি

উন্মোচন করেছেন । পরে ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্য্যলয়ে আয়োজিত এক সভায় মন্ত্রী শ্রী দাস কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গ্রহন করা বিভিন্ন জনকল্যানমূলক প্রকল্পগুলির সুফল জনগনের কাছে পৌছে দিতে দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান । আজকের সভায় সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস , জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য্য , প্রবীন বিজেপি নেতা বিশ্বরূপ ভট্ট াচার্য্য প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল চলতি উৎসবের মরশুমে অতিরিক্ত যাত্রী ভীড় সামাল দিতে দুই জোড়া বিশেষ যাত্রী ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে । সীমান্ত রেল সূত্রে জানানো হয়েছে যে আনন্দ বিহার টার্মিনাল-যোগবাণী আনন্দ বিহার টার্মিনালের মধ্যে তিনটি ট্রিপের জন্য এবং ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস-আগরতলা-ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাসের মধ্যে দুটি ট্রিপের জন্য উভয় দিক থেকে চলাচল করবে । সীমান্ত রেল সূত্রে জানানো হয়েছে যে আনন্দ বিহার টার্মিনাল-যোগবানী বিশেষ ট্রেন প্রতি মঙ্গলবার রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে যাত্রা করে তৃতীয় দিন সকাল ৫টা ২০ মিনিটে যোগবাণী পৌছবে । অন্যদিকে প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা পাঁচ মিনিটে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস থেকে যাত্রা করে রবিবার বেলা ১টা ১০ মিনিটে আগরতলা পৌছবে এবং প্রতি রবিবার আগরতলা থেকে বিকেল তিনটে ১০ মিনিটে যাত্রা করে বুধবার সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস পৌছবে ।